22155 - কতটুকু নামায পলেে রাকাত পাওয়া যায়?

প্রশ্ন

কোনো ব্যক্তি যদি এসে নামাযে এমন সময়ে ঢুকে যখন ইমাম রুকু থকেে দণ্ডায়মান অবস্থায় আছনে, কন্িতু তনি ‘আল্লাহু আকবার’ বলনেনি, তখন কি এটি তার রাকাত হসিবেে গণ্য হবে? কনে?

উত্তররে সংক্ষপ্িতসার

ফকীহরা এ ব্যাপারে একমত যে কউে যদি ইমামকে রুকুতে পায় তাহলে সে রাকাত পয়েছে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “যে রুকু পলে, সে রাকাত পলে।”

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ইমাম রুকুতে থাকা অবস্থায় মুক্তাদি নামাযে প্রবশে করার অবস্থাসমূহ

ইমাম যখন রুকুতে, তখন মুক্তাদরি নামাযে প্রবশেরে তনিটি অবস্থা:

১. মুক্তাদি দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলা, তারপর রুকু দয়ো এবং তখনও ইমাম রুকুতে থাকা। এ অবস্থায় সে ইমামরে সাথে রাকাত পয়েছে বলে গণ্য হবে।

২. ইমাম রুকুতে থাকা অবস্থায় সে তাকবীরে তাহরীমা বলছে, কন্িতু ইমাম রুকু থকেে ওঠার পর সে রুকু দয়িছে, এ অবস্থায় সে ইমামরে সাথে রাকাত পায়নি বলে গণ্য হবে এবং তাকে এই রাকাত নজিে পড়তে হবে।

৩. তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই সে সরাসরি রুকুতে চলে যাওয়া। এমন অবস্থায় তার নামায বাতলি হবে। কারণ সে নামাযরে অন্যতম একটি রোকন তথা তাকবীরে তাহরীমা ছড়েে দয়িছে।

“যে রুকু পলে, সে রাকাত পলে” শীর্ষক হাদীসটরি উপর সাহাবীদরে আমল।

ফকীহরা একমত যে ইমামকে যে ব্যক্তি রুকুতে পাবে, সে রাকাত পয়েছে বলে গণ্য হবে। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি রুকু পলে, সে রাকাত পলে।”[হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করনে এবং শাইখ আলবানী ‘ইরওয়াউল গালীল’ (৪৯৬) বইয়ে এটকিে সহীহ বলে গণ্য করনে]

তনিি বলনে (পৃ. ২৬২): “একদল সাহাবী হাদীসটরি উপর আমল করছেনে, যা এই হাদীসটকিে শক্তশিালী করে। তারা হলনে:

এক: আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। তনিি বলনে: “যে ব্যক্তি ইমামকে রুকু অবস্থায় পায়নি, সে রাকাতটি পায়নি। ...” এর সনদ সহীহ।

দুই: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর। তনিি বলনে: “আপনি যদি এসে দখেনে ইমাম রুকুতে আছনে, তাহলে ইমাম ওঠার আগে আপনার দুই হাত হাঁটুতে রাখুন, তাহলইে আপনি রাকাত পয়েে গলেনে।” এটরি সনদ সহীহ।

তনি: যাইদ ইবনু সাবতি। তনিি বলতনে: “ইমাম মাথা তোলার আগে যে ব্যক্তি (রুকু দয়িে) রাকাত ধরছে, সে রাকাত পয়েছে।” এর সনদ সহীহ ...”[সমাপ্ত] দখেুন: আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযা আল-কুয়াইতয়িযাহ (২৩/১৩৩) এবং আল-মুগনী (১/২৯৮)।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।